প্রথম আলো

তারিখ 10 APR 2009
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ...

একমাত্র শিক্ষক, তাই দৌড়ে দৌড়ে পড়াতে হয়

তাড়াইল (কিশোরগঞ্জ) প্রতিনিধি ●

বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণীর কক্ষে ঢুকে ১০ মিনিট পাঠদান শেষেই এক শিক্ষিকা বের হলেন। দ্রুত চতুর্থ শ্রেণীতে ঢুকে ১৫ মিনিট পর একই শিক্ষিকা পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের পড়াতে গেলেন। অনেকটা এভাবেই দৌড়ে দৌড়ে শিক্ষার্থীদের পড়াতে হয় বিদ্যালয়টির একমাত্র শিক্ষক নিগার নাজনীন চৌধুরানীকে। তিনিই আবার বিদ্যালয়টির ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক। সম্প্রতি আকুবপুর কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গিয়ে এমন চিত্রই নজরে পড়েছে।

অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা জানায়, কিশোরগঞ্জের তাড়াইলে তালজাঙ্গা ইউনিয়নের এ বিদ্যালয়ে বর্তমানে মাত্র একজন শিক্ষক কর্মরত। এতে বিদ্যালয়ের দেড় শতাধিক শিক্ষার্থীর পাঠদান ব্যাহত হচ্ছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, ১৯৯৪ সালে বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার সময় চারজন শিক্ষক ছিলেন। সরকারের দেওয়া বেতন-ভাতা ছাড় না হওয়ায় ২০০১ সালে একজন, ২০০৪ সালে আরেকজন বিদ্যালয়টি ছেড়ে যান। গত বছর বিদ্যালয়টি এমপিওভুক্ত (বেতন-ভাতা বাবদ সরকারি অর্থ ছাড়) হয়। এ সময় শুধু নিগার নাজনীন চৌধুরানী এমপিওভুক্ত হন। শিক্ষাগত যোগ্যতায় ত্রুটি থাকায় কর্মরত আরেক শিক্ষক এমপিওভুক্ত না হওয়ায় তিনি বিদ্যালয়ে আসেন না। এ বিদ্যালয় থেকে ২০০১ সালে একজন এবং ২০০২ সালে একজন বৃত্তি পায়।

পঞ্চম শ্রেণীর সবুজ, রিমা, চতুর্থ শ্রেণীর শান্তা, তানবীরসহ কয়েকজন শিক্ষার্থী বলে, আপা একলা মানুষ। আমাদের পড়াতে কষ্ট হয়। তাই তিনি দৌড়ে দৌড়ে পড়ান।

তারা জানায়, বিদ্যালয়ের টিনের চালের কিছু কিছু স্থানে ছিদ্র হয়ে গেছে, বৃষ্টির সময় মেঝেতে পানি পড়ে। রয়েছে খাবার পানির সংকট। শ্রেণীকক্ষ, বেঞ্চ সংকটসহ নানা সমস্যাও রয়েছে।

ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক নিগার নাজনীন চৌধুরানী বলেন, 'একা মানুষ, কয়দিকে যাই বলুন। দৌড়ে দৌড়ে আর কতটুকু পাঠদান সম্ভব? সরকারি কাজে উপজেলা শিক্ষা অফিসে গেলে বিদ্যালয়টি অঘোষিতভাবে বন্ধ থাকে। এসব সমস্যার কথা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকেও জানানো হয়েছে।'

যোগাযোগ করা হলে তাড়াইল উপজেলার ভারপ্রাপ্ত শিক্ষা কর্মকর্তা কমল রঞ্জন দাস *প্রথম আলোকে* বলেন, আকুবপুর কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নতুন শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে। অন্য সমস্যাগুলো পর্যায়ক্রমে সমাধান করা হবে।

বিদ্যালয়ের অভিভাবক পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি কাজী মুজাহিদুল ইসলাম বলেন, এখানকার শিক্ষক সমস্যাসহ অন্যান্য সমস্যার কথা কর্তৃপক্ষকে জানিয়েও কোনো কাজ হচ্ছে না।